তারিখ 23 FEB 2015

সমকাল

শিক্ষা আইন কবে

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িতদের সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর নির্ধারণ, স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, পাবলিক পরীক্ষার প্রধান পরীক্ষক ও প্রশ্ন-প্রণেতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা 'স্নাতক' নির্ধারণ, মাধ্যমিক স্তরে নোট-গাইডবই বন্ধ এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতায় জড়িত হলে কঠোর শাস্তির বিধান রেখে প্রণীত প্রস্তাবিত 'শিক্ষা আইন-২০১৪' আজও খসড়াতেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। এমন আইন না থাকায় শিক্ষা খাতে অনিয়মের রাশ টেনে ধরা যাচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে, আইনটি প্রণয়ন নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় রহস্যজনক কারণে ঢিলেমি করছে। আর জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা বলছেন, এ আইন না হওয়ায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়নও ঝুলে যাচ্ছে।

ঢিলেমির অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে

২০১০ সালে নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশে শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার এক মাসের মধ্যে আইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। জাতীয় শিক্ষানীতির ২৭ অধ্যায়ের ১ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষা প্রশাসনে গতিশীলতা আনতে একটি 'সমন্বিত শিক্ষা আইন' প্রণয়নের কথা বলা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব সমকালকে বলেন, 'মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা প্রায়ই উচ্চ আদালতে মামলা করে থাকেন। এসব মামলায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। মামলাগুলো লড়তে গেলে আদালত জানতে চান, কোন আইনের ক্ষমতাবলে এ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে। তখন বিভিন্ন বিধিমালার কথা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হলেও আদালতে তা গুরুত্ব পায় না। কারণ, সুনির্দিষ্ট কোনো আইন দেখানো সম্ভব হয় না। এসব কারণে বেশির ভাগ মামলায় আদালতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হেরে যায়।'

আইনটির খসড়া প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দিয়ে মাসব্যাপী প্রণীত খসড়ার ওপর জনসাধারণের মতামত নেওয়া হয়। এর পর সেসব মতামত খসড়ায় সন্নিবেশিত করে 'শিক্ষা আইন-২০১৪'-এর চূড়ান্ত খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ে পাঠানো হয়। ভেটিং এরই মধ্যে শেষ হলেও কী কারণে তা আটকে আছে, তা কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারেন না। বর্তমানে পাবলিক পরীক্ষা আইনে প্রশ্ন ফাঁসের শাস্তি সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড। শিক্ষা আইনের প্রণীত খসড়ায় তা বাড়িয়ে ১০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি খসড়ায় একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং-বাণিজ্যে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। খসড়া আইনে ৬৭টি ধারা এবং ২৮০টি উপধারা রয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে গাইডবই, নোটবই তৈরি এবং সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

শিক্ষা আইন কবে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শাখাসহ সব তথ্য সঠিকভাবে সরকারকে দিতে হবে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইন অনুযায়ী, শিক্ষার স্তর হবে চারটি। এগুলো হলো প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর বয়স হবে চার থেকে ছয় বছর। প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হবে ছয় বছর বয়স থেকে। এ স্তর হবে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। আর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী হবে মাধ্যমিক স্তর। এর পর শুরু হবে উচ্চশিক্ষার স্তর।

'আইনটি কেন প্রণয়ন করা হচ্ছে না'- জানতে চাইলে বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থানরত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ টেলিফোনে সমকালকে বলেন, খসড়া প্রণয়নের পর তাতে আরও বেশ কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রস্তাব এসেছিল দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদসহ বিভিন্ন মহল থেকে। সেগুলোকেই স্থান দিতে গিয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। শিগগিরই তা চূড়ান্ত করে পাসের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।'